

শেষ কথা বলতে কোন কথা নেই

মো: জামিলুল বাসার

শিরোনামটি দ্রষ্ট রাজনীতিবিদ ও দ্রাস্ত নাস্তিক্য ধর্মের প্রধান কলেমা। সম্ভবতঃ বিজ্ঞানেও এমন একটি কথা আছে যে ‘ইউনিভার্সেল ট্রুথ’ বলতে কোন কথা নেই। সুতরাং স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, বাক্য দু’টিই কি ‘শেষ কথা?’ বা ‘ইউনিভার্সেল ট্রুথ?’ এর সঠিক উত্তর কারো জানা আছে কি না!

কলেমাটির জন্ম হয় স্পীকার শাহেদ আলী খুণী আমাদের ‘জাতিয় বাবা’ ও ‘বঙ্গ দোস্ত’ শহিদ শেখ সাহেবের আমল থেকে। তিনি জীবনভর পার্লামেন্টারী সরকারের পক্ষে সংগ্রাম হরতাল করে পাকিস্থানের কারাগারে বসে তাবিজের অছিলায় দেশ স্বাধীন করলেন। পরশমনি ‘পার্লামেন্টারী সরকার’ আনলেন। অতঃপর জীবনের স্বপ্ন স্বাদ পুরা হওয়ামাত্র প্রত্যাখ্যান করলেন ‘পার্লামেন্টারী কলেমা’, হলেন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট। এই মোনাফেকী সামাল দিতে নেমে পড়লেন চাটার দল (শেখ সাহেবের ভায়ায়) আয়াত ব্যবসায়ী গফ্ফার চৌধুরীর মত হাফেজ-আলেমের দল। নতুন কলেমা ঘোষণা দিলেন ‘রাজনীতিতে শেষ কথা বলতে কোন কথা নেই’, অভিধানে নেই, দুনিয়ায় নেই, বিজ্ঞানেও নেই। সুতরাং কোন কথা-কাজ যতই ধিকৃত হোক ঐ কলেমার গুণে জবাবদিহির দায়িত্ব মুক্ত থাকে; আর তাই বাবাজান রাজনৈতিক ‘মোরতাদ’ বা প্রতারক খেতাব থেকে শাফায়াত পেলেন। আর সেই থেকে কলেমাটি পদস্থলিত নেতাদের পক্ষে মওকা মাফিক ব্যবহৃত হতে লাগল। এরশাদসহ সকল গণসেবকদের সকল প্রতারণা ফাস হওয়া মাত্র ঐ কলেমা পড়েই পাক-পবিত্র হয়ে যান। যেমন হয়ে যান মৌলবাদীগণ! ‘লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ’ কলেমাটি পড়ে।

জাতির আব্বাজান দেশে এসেই ঘোষণা দিলেন ৩ বছর জনগণকে খাওয়াতে পারবেন না। (তার এক বাল্য থেকে আমৃত্যু বন্ধু চিটাগং, ১, খাতুন গঞ্জের ব্যবসায়ী হরি বাবু বলেছিলেন, ‘মুজিব তুই ভগবান নাকি? এমন অহংকারমূলক কথাটা উড় কর!’ কিন্তু মুজিব উড় করেন নি) কারণ তিনি ভারতের কবিরাজের পরামর্শে নিজের তত্ত্বাবধানে কবুতরের বাচ্চাকে ঘি-মাখন খাওয়াতেন অতঃপর নাদুস নুদুস হলে শেখ সাহেব উহার গোস্ত ভক্ষণ করতেন জনসেবার শক্তি অর্জন করার জন্য; এমন সময় যখন বাংলায় দুর্ভিক্ষের চরম হা হাকার; তদানিস্তন ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ক্যান্টিনের ডাষ্ট বিনে মাছের কাটা ও খাসি গরুর হাড়ি সংগ্রহে এমনকি মধ্য বিত্ত মানুষও শিয়াল কুকুরের মত কামড়া-কামড়ি করতো (স্ব-চোখেই দেখা)। খবরটি কোন পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল তার নাম-তারিখ আজ আর মনে নেই।

জাতির আব্বা খেতাব পেলেন ‘বঙ্গ দোস্ত’ জিন্মা এ্যভিনিউ আরো হাজারো রকমের কত কি! এবারে হতে হবে ‘ঈশ্বর।’ জাতির ব্রাদার তোফায়েল-গফ্ফার চৌধুরীগণ ‘বজ্রেশ্বর’ তৈরী করতে লেগে পড়লেন। তারিখ স্থির করলেন ১৯৭৫ সনের ১৫ই নভেম্বর বেলা ৮/১০টায়; স্থান সেই ঐতিহাসিক বঙ্গ দোস্ত খেতাবের মঞ্চ। কিন্তু বিধি বাম ‘শেষ কথা বলতে কোন কথা নেই,’ কিন্তু শেষ কাজ বলতে কোন কাজ আছে আর তাই বজ্র কণ্ঠ আপন আরশের শিড়ির গোড়ায় হবু বাংলার ঈশ্বর লুটিয়ে পড়লেন।

এ সম্বন্ধে একটি ছহিহ হাদিস আছে: কথিত হয় মেজর ডালিম, ফারুকগণ শেখ সাহেবকে মারার পূর্বে চিটাগং হালি শহরে বসবাস রত ‘কানা ফকির’ নামে পাকিস্থানী এক অন্ধ দরবেশের স্মরণাপন্ন হয়ে হত্যার ফলাফল কি হবে না হবে তার পরামর্শ নেন। তিনি নাকি বলেছিলেন যে, ‘শেখ সাহেব অহংকার-অহমিকার শিরকী সীমায় এসে গেছেন সুতরাং তাকে মেরে ফেললে হত্যাকারীর দৈহিক-মানষিক কষ্ট পোহাতে হলেও ৩ যুগের মধ্যে জীবনের ক্ষতি করতে পারবে না।’ অতঃপর ফারুক-ডালিমগণ বাংলার হবু ঈশ্বরকে তার আরশের মধ্যেই হত্যা করেন।

ঘটনাটি জানার পরে বাংলাদেশ আর্মি ঐ কানা ফকিরকে নাকি এ্যারেস্ট করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে ফকির বলেন যে, তিনি একজন অসতিপর বৃদ্ধ এবং অন্ধ; পাকিস্থানী হলেও মুক্তি যুদ্ধে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে মুক্তি যুদ্ধে অনেক সাহায্য সহযোগীতা

করেছেন। ফারুকগণ তার কাছে পরামর্শ চাইলে তিনি এস্তেখারা করে আল্লাহর তরফ থেকে যা পেয়েছেন ঠিক ঠিক তাইই তাদের বলেছেন। ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক পরামর্শ তাদের দেননি।

আর্মিগণ সারেজমিনে খোজ খবর নিয়ে আশে-পাশে, দূর-নিকটের একটি লোকও তার বিরুদ্ধে বা তিল পরিমাণও দেশোদ্ভোহীতা বা হত্যার ষড়যন্ত্রের স্বাক্ষর না পাওয়ায় সেনা বাহিনী তার কাছে মাফ চেয়ে সসন্মানে তার আখরায় পৌঁছে দেয়; এর পর থেকে সেনা বাহিনীর বড় বড় অফিসারগণ অনবতর তার দরবারে ধন্বা দিতে থাকেন। ১৯ ৭৬ সালে এই খবর পেয়ে আমি নিজে চিটাগং সেই ফকিরের দরবারে হাজির হই, বিষয়টি সরাসরি শোনার জন্য। বাড়ীতে ঢুকে ফকিরের সাক্ষাতের অপেক্ষা করছি। ১৫/২০ মিনিট পরেই তিনি এক মহিলার হাত ধরে আমাদের সামনে আসলেন; এর মধ্যে দফায় দফায় স্ত্রী-পুত্র পরিবাসসহ বেশ কয়েকজন আর্মি মেজর, কর্নেল, সাধারণ আর্মি এসে তার দোয়া নিয়ে একের পর এক চলে যাচ্ছেন; তিনি কোন পয়সা নেন না, নিতান্ত সাধারণ। আমার ছিল দু'টি প্রশ্ন; একটি পূর্বেই বলেছি, দ্বিতীয়টি ছিল আমার নিজস্ব, তা হলো এযাবৎ ইন্টারনেটে প্রকাশিত ধর্ম দর্শনের একটি সংক্ষিপ্ত চটি বই। বইটি তার সামনে রেখে বললাম, 'আমি যা ভাবছি যা লিখছি তা সত্য কি না? তিনি আমার বাম হাতটি মুষ্টিবদ্ধ করে তার সামনে এগিয়ে দিতে বললেন, দিলাম; অতঃপর তিনি তার দু'টি আংগুল আমার মুষ্টির পিঠে বুড়ো আংগুলের পরের দু'টি আংগুলের গোড়ায় মোটা রঙের উপর ১৫/২০ সেকেন্ড নাড়ি দেখার মত মৃদু চাপ দিয়ে ধরে রাখলেন; অতঃপর মাতৃ ভাষার মতই বাংলায় বললেন, 'যা ভাবছেন, যা লিখছেন সবই নির্ভুল সত্য; কিন্তু সমাজ আপনাকে পাগল বলবে।' কথা শুনে তার সেবিকা ও আরও দু'একজন হা হা করে হেসে দিলে পীর সাহেবের গম্ভীর ভাব দেখে অট্ট হাসিগুলি থমকে গেল। অল্প লোকটির এমন মন্তব্য শুনে আমি নিজেই হতবাক; এমতাবস্তায় এবং অনবরত আর্মি অফিসারদেও আনাগোনা ১ম প্রশ্নটি করার আর প্রয়োজন মনে করলাম না, চলে এলাম। শুনেছি কানা পীর আজ আর নেই কিন্তু ডালিম-ফারুকগণ তিন যুগের মাথায় আজও বেঁচে আছেন। যদিও হাসিনা বেগম ৫ বছর যাবৎ ক্ষমতায় থেকেও ফাঁসিতে ঝুলাতে পারেননি।

হাসিনা বেগম সর্বদাই বলে বেড়ান যে, তিনি মা-বাপ, ভাই-বোন সবই হারিয়েছেন; সুতরাং তিনি গণ খেদমত ছাড়া আর কিছুই চান না। গত নির্বাচনী পল্টন ময়দানের বিশাল জন সভায় বতৃতা শুরুর আগে কবিগুরুর আয়াত তেলাওয়াত করেছিলেন যে:

উদয়ের পথে শূনি কার বাণী/ভয় নাই ওরে ভয় নাই/নিঃশেষের শেষে যে করিবে দান/খয় নাই তার খয় নাই। এছাড়া তার সুযোগ্য আমেরীকা ব্যবসায়ী পুত্র জয় সেদিনও ভিন্ন মতের নেতাদের সাক্ষাতকারে ঘোষণা দিয়েছেন যে, তিনি গান্ধী হতে চান। সুতরাং মায়ের কবিনী হওয়া আর পুত্রের গান্ধী হওয়ার বৈজ্ঞানিক নিয়তের উচ্ছিন্ন ডালিম-ফারুকদের দয়া করে মুক্তি দেয়া উচিত; কারণ -- নিঃশেষের শেষে যে করিবে দান/খয় নাই তার খয় নাই। তাতে সম্ভবত ফলও আজিজুল হকের কদমবুচির তুলনায় উত্তমই হবে।

খালেদা-হাসিনা উভয়ই ভাড়াটে রাজনীতিবিদী; বাংলার হিজড়া পুরুষ রাজনীতিবিদ, চাটার দল কামড়া-কামড়ি নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পেরে মহিলাদ্বয়কে চুক্তি ভিত্তিক ভাড়া করেন। হাসিনা বেগম ক্ষণে ক্ষণে কপালে সিঁদুর, হিজাব-হাজি আর পথে ঘাটে টোকাই কান্না দেখিয়ে দীর্ঘ প্রতিষ্কার পর আরশে বসেছিলেন। হতে চাইলেন ঈশ্বরের কন্যা। স্কুলের পুস্তকে/অজেকটিভ প্রশ্ন পত্রে ছাপালেন: **সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দাও: বাংলাদেশ স্বাধীন করেছে কে? (ক) আল্লাহ (খ) মোহাম্মদ (গ) বঙ্গ বন্ধু?**

পি এইচ ডি স্বামীর গণতন্ত্র হরণকারীণী বঙ্গ বোন স্বাধীনতার স্বাদ ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার জন্য দালাল ধরে পর পর ১০টি পি এইচ ডি কিনলেন চড়া দামে! গণ বোন গনতন্ত্র, মুক্তি যুদ্ধের পক্ষের অতন্ত্র চৌকিদারীণী। রাজাকার, আলসামস্, আল-বদর ইত্যাদি কলেমাগুলি জীবনভর তেলাওয়াত করতে করতে শেষ জীবণে সম্ভবত এস্তেখারা করে নিশ্চিত হয়েছেন যে, তার কলেমাগুলি আরশ প্রাপ্তির পরিপন্থী, সতীনই তার জলন্ত প্রমান; আর তাই গোলাম-নিজামীর দরবারে স্থান না পেয়ে মসজিদের মধ্যে পুলিশ খুণের খালাস প্রাপ্ত আসামী সবচেয়ে গোরা মৌলবাদ, ধর্মান্ধ আজিজুল হকের কদমবুচী করলেন। নাকে খত দিয়ে ফতোয়ার মামলা প্রত্যাহারসহ আরো ৪ কলেমার ছবক নিলেন। জামাত দর্শণে বি এন পি কে আজীবন গ্রাম্য সতীনের ভাষায় গালিগালাজ করলেন; দীর্ঘ ৫ বছর, ক্ষমতা ছাড়ার একদিন আগ পর্যন্ত সতীনকে ঘর ছাড়ার নেশায় পথে ঘাটে

আবোল-তাবোল বকেও কুল কিনারা না পেয়ে শেষ পর্যন্ত আজিজুল হকের তাবিজে আরশ অধিকারের ভরসা পেলেন। স্বামীর গণতন্ত্র হরণ না করে বরং স্বামীকে ঐ পদে বহাল রাখলে আওমিলীগের ইহিসাস অন্য রকমের লেখা হতো। এখনও সময় আছে চাটার দল না হোক স্ব পুত্র জাতির ভাগ্নে স্বয়ং শেখ জয়ই বিষয়টা মীমাংসা করতে পারেন। চীন হতাস, রাশিয়া হতাস, বুস ইরাক ডাকাতির জয় ঘোষণা করেও হতাস! এবারে হতাস হয়েছেন হাসিনার নোবেল পুরস্কার কেনার দালাল সংস্থার নাস্তিক সদস্যগণ। তাদের বড় আশা ছিল হাসিনা বেগম নোবেল পুরস্কারের উপযুক্ত। কিন্তু তায়-তদবিরে ক্লিন্টনের মত উছিলা বা শাফায়াতকারী খুঁজে পাননি। তাছাড়া পি এইচ ডি'র মত নোবেল মেডেল তো আর অত সস্তা নয়। তাদের ২ নম্বরের টার্গেট আছে পশারিণী তসলিমাকে নিয়েও।

ওয়েব সাইটে হাসিনার ভক্তদের শোক তাপ আর বৈজ্ঞানিক আহাজারি দেখে করুণা হয়। ঘৃণা হয় যখন দেখি তাদেরই অহি করা 'রাজনীতিতে শেষ কথা বলতে কোন কথা নেই' কলেমাটির উপর কোনই ঈমান-আমান নেই, যেমন ঈমান নেই নিজামী, ছাইদীদের স্ব কলেমায়। ঈমান যদি থাকতোই তবে তো অসতীপর বৃন্দ আজিজুল হকের কদমবুচী করাতে রঞ্জিলা নাস্তিকগণ অন্তরে দুঃখ পেতেন না। কারণ হাসিনার নাকে খত তো আর শেষ খত নয়, বৈজ্ঞানিক নয়, ইউনিভার্সেল ট্রুথও নয়; সুতরাং হতাস না হয়ে বরং গায়েবে বিশ্বাস করে চমক দেখার এত্তেজার করা উচিত ছিল না কি? বাজপেয়ী যখন হাসিনার পালঙ্কে স্থান পেয়ে ছিলেন (পত্রিকা প্রকাশ; নাম তারিখ স্মরণ নেই) তখন ধর্ম গুরু শায়খ আজিজুল হক গণ কন্যার ড্রইং রুমে বসতে পারবেন না! বা তার ভক্তগণ সেখানে যেতে পারবেন না! এ কেমন শেষ কথা!

গণতন্ত্রের সুত্র যিনি আবিষ্কার করেছেন তিনি মহা জ্ঞানী; নম্র, ভদ্র এবং প্রকৃত জন সেবক ছিলেন এবং ভদ্র সমাজের জন্যই আবিষ্কার করেছিলেন; (যদিও তাতে বিজ্ঞানের একটি শব্দও নেই; বিজ্ঞানের বর্ণমালার একটিও আমার জানা নেই) সে গণতন্ত্র ইইসি, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশনারের পকেটে থাকে না; আমার মত আজিজের বিশাল টাকেও না। হাসিনা, এরশাদের ভেনিটি ব্যাগে অথবা ফিলিপাইনী খোপার আড়ালেও লুকাতে পারে না।

'দলতন্ত্র' গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত; দলতন্ত্র গণতন্ত্রকে পথে-ঘাটে, মসজিদ-মন্দিরে, সংসদ ভবনে অহরহ বলংকার করছে। দলতন্ত্র করেই গণতন্ত্র, গণ অধিকার, গণ ভোট, গণ স্বার্থ পাগলা কুত্তা-কুত্তির মত কামড়িয়ে-খামছিয়ে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে খালেদার আঁচলে, হাসিনার ভেনিটি ব্যাগে, এরশাদের মানি ব্যাগে আর নিজামীর টুপির নীচে জমা করেছে।

পরামর্শ:

এ মুহূর্তে যে কোন দেশ বা সরকারের উচিত সকল দল-উপদলগুলি অবৈধ ঘোষণা করা। রাজনীতির ব্যবসা, ধর্ম ব্যবসা চিরতরে হারাম ঘোষণা করা। গণতন্ত্রে দলা-দলি নেই। স্ব স্ব এলাকায়, স্ব স্ব দায়িত্বে, স্ব স্ব জ্ঞান-গুণ ও সেবার বদৌলতে স্বতন্ত্র নির্বাচন করবে। যারা জয়ী হবে তারাই তাদের জ্ঞান-গুণমত সরকার গঠন করবে। তাতে ব্যক্তির ভোটের উপর হস্তক্ষেপ, কালো টাকার খেলা, দলাদলি, হরতাল-হরেকতাল, ঘেরাও; মারা-মারি, খুনাখুণী, চুল বাধুণী, লক্ষ টাকার স্যুট, কোর্টা টাকার গাড়ী, ৮০/৯০ কোর্টা টাকায় মাজার মেরামত, জোট-মহাজোট, মামলা-মকদ্দমা, গুম-খুণ ইত্যাদি যাবতীয় টাউট-বাটপারী, প্রতারণা বহু গুণে হ্রাস পেতে পারে, জনসাধারণ একটু স্বস্তি নিঃশ্বাস ফেলতে পারে।

বিশেষ করে বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দল উপদলগুলি শতভাগ অভিজ্ঞ ওপেন করাপ্টেড; আর তুলনায় 'আওমিলীগ' সর্বোচ্চ করাপ্টেড; শেষ প্রমানটি শায়খ আজিজুল হকের পদ চুম্বন।

অতএব ১০ কোটি ৯৯ লক্ষ ৯৯ হাজার ৯৯ শত ৯৯ জন আদমকে উদাত্ত আহ্বান জানাই যে, গণতন্ত্র উদ্ধারে, জনগণের দাবি আদায়, স্বাধীনতার ফল ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার জন্য গায় পরে অথবা জোর করে যে সমস্ত হিজড়া আর দ্বিচারীনীগণ (রাজনৈতিক) যখন মাঠে-ঘাটে মৌসুমী আয়াত ব্যবাসার ক্যানভাস করতে আসে তখন তাদের মুখে স্ব স্ব বিষ্ঠা কটু পাতার পোটলা বেঁধে তাদের চেহাড়া মোবারকে নিক্ষেপ কর অথবা ২ সতিনকে বয়স থাকতে কোন আরবী রাজা-বাদশার কাছে স্থায়ী হিল্লা দাও, বাউড়াকে সিংগাপুর বা স্পেনের কোন হোটেলে পাঠাও। আমাদের আল্লাহগণকে (মাওলানা) বেহেস্তে

পাঠাও। আমরা ১৪ কোটি ছাগল-ভেড়ার জন্য অন্তত ১৪ বৎসর পর্যন্ত শাষণ ক্ষমতা সেনা বহিনীর হাতে দাও। ওরা যখন নিয়ম মারফিক পিটি-ব্যায়্যাম, মুরবিবদের দেখামাত্র সেলুট করে, বন্দুকের নল পরিস্কার করে, কেরাসিন-ঘি একই দামে খায়; তখন ‘ওরাই থাক!’ (হেরে যাওয়া এক প্রধান মন্ত্রিনীর বাণী-বিলাপ বটে!) ওদের মন মগজ তুলনায় উর্বর। অন্তত হরতাল-হরেক তাল, গুম-খুণ, ঘেরাও বয়কট অনেকটা বন্ধ হয়ে কিছুটা হলেও সামাজিক নিরাপত্তা আসবে।

‘রাজনীতিতে শেষ কথা বলতে কোন কথা নেই’ (ধর্ম নীতিতে আছে); কলেমাটির অর্থই তারা প্রতারক, বাটপার, ভোগী, চোগলখোর, মোনাফেক ও হারামী। আর সুযোগ মত যারা ঐ কলেমাটি ব্যবহার করেন, তারা হলেন স্ব ঘোষিত বৈজ্ঞানিক দালাল; এরা আরো বেশি ভয়ঙ্কর। কারণ এরাই প্রচার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

কলেমাগুলি সত্য না হলে আমার মুখেই বিষ্ঠা নিক্ষেপ করতে পারেন।

পরামর্শটি ব্যক্তি হিসাবে বিবেচনা করলে আমার বাক্য-ব্যকরণে দোষ ত্রুটি থাকলেও পান্ডা পাবে না। দল হিসাবে বিচার করলে অগ্রিম ক্ষমা চেয়ে রাখলাম। রাজনীতি করা তো দূরের কথা! জীবনে একটি ভোট পর্যন্ত দেই নি, পচে যাবার ভয়ে।

তবে **তুলনামূলকভাবে** শহিদ জিয়াই ছিলেন সফল প্রেসিডেন্ট ও প্রকৃত দেশ প্রেমিক।

বিনীত